গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পরিচালক (অতিরিক্ত-সচিব),মইই উইং।

ইউ.ও.নোট

বিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন প্রসঙ্গে ।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার শাখার স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৮২১.১৪.০৩৮.১৩.৫৯৬,, তারিখঃ-১১ ডিসেম্বর,২০১৬ ।

বর্ণিত স্মারকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিকতা কমিটি গঠনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যালয়সমূহের নৈতিকতা কমিটি গঠনের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকায় অধিদপ্তর/সংস্থার কোন কোন কার্যালয়ে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হলেও অধিদপ্তর/সংস্থার সকল কার্যালয়ে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়নি।

২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায় নৈতিকতা কমিটির ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ের জন্য ১টি করে নৈতিকতা কমিটি গঠন করতে হবে। অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যালয়সমুহের নৈতিকতা কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ:

(ক) কমিটি গঠন/কাঠামো:

অধিদপ্তর/সংস্থাপ্রধান-কে আহ্বায়ক করে এবং অধিদপ্তর/সংস্থাপ্রধান-এর অব্যবহিত পরের পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে ৩/৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অন্তর্ভূক্ত করে নৈতিকতা কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) কার্যপরিধি:

(১) সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;
(২) পারিলক্ষিত অন্তরায় দুরীকরণের সময়াববদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন,বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
(৩) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের ওপর ন্যস্ত থাকবে,তা নির্ধারণ; এবং
(৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শুদ্ধাচার বাস্তবানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

(গ) দপ্তর/সংস্থার বিশেষত্ব অনুযায়ী কমিটির কাঠামো ও কার্যপরিধি পরিবর্তন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য,পদ্ধতিগত সমরূপতার চাইতে লক্ষ্য অর্জন গুরুত্বপূর্ণ । তবে কমিটির কার্যক্রম জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

৩। এমতাবস্থায়,তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যালয়ের নৈতিকতা কমিটি গঠন নিশ্চিতকরণ ও গৃহীত কার্যাবলী পরিবীক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বর্ণিত স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৪। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.২২১.০১৪.০০.০৪.০১৯.২০১০.৪০০,তারিখ- ৪ এপ্রিল,২০১৬ অনুসারে এ বিভাগে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে আওতাধীন সংস্থাসমূহেও নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারপর সংস্থাসমূহে শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারন করে এ বিভাগে তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক এ বিভাগের এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের পরিবীক্ষণ ছকে প্রয়োজনীয় ত্রৈমাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে।

৫। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উক্তরূপ নির্দেশনার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) নৈতিকতা কমিটি গঠন/পুনঃগঠন (কার্যপরিধি উল্লেখপূর্বক) এবং বছরে অন্ততঃ ০৪(চার) বার নৈতিকতা কমিটির সভানুষ্ঠান করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, আওতাধীন সংস্থা হিসাবে সিটি কর্পোরেশসমূহে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্ণিতবস্থায়, উপরিউক্তভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) নৈতিকতা কমিটি গঠন/পুনঃগঠন পূর্বক এ বিভাগের এন.আই.এস সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (জনাব এ.বি.এম আরশাদ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, মইই উইং, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, email-uz1lgd@gmail.com) এর নিকট প্রেরণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(এ.বি.এম.আরশাদ হোসেন)
পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মইই উইং
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ও
ফোকাল পয়েন্ট NIS।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন),
স্থানীয় সরকার বিভাগ।
(দৃঃ আঃ-সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা)

স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০.০৯৩.২৭.০০১.২০১৬-১৬৭, তারিখ ঃ ১৫/০১/২০১৭ খ্রিঃ

D\others\order